১৯-০৬-১৯ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের শরীর থেকে আলাদা হয়ে বাবার কাছে যেতে হবে, শরীর সহ বাবা নিয়ে যাবেন না, সুতরাং শরীরকে ভুলে গিয়ে আত্মাকে দেখো"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা নিজেদের আয়ু যোগবল দ্বারা বৃদ্ধি করার পুরুষার্থ কেন করছ ?

উত্তর- কেননা তোমাদের ইচ্ছে এটাই যে এই জন্মেই আমরা বাবার কাছ থেকে সব কিছু শিখব, সব কিছু জানব, সেইজন্যই তোমরা যোগবল দ্বারা নিজেদের আয়ু বৃদ্ধি করার পুরুষার্থ করছ । শুধুমাত্র এই সময়ই তোমরা বাবার কাছ থেকে স্নেহ পাও। এমন স্নেহ সারা কল্পে ও আর প্রাপ্তি হবে না । যারা শরীর ত্যাগ করে চলে গেছে, তাদের জন্য বলা হয় এটা ড্রামা, তাদের পার্ট এটুকুই ছিল ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জন্ম-জন্মান্তর ধরে অন্যান্য সত্সঙ্গে গেছ এখন এখানেও এসেছ, বাস্তবে একেই বলা হয় প্রকৃত সত্সঙ্গ । এই সত্সঙ্গই তোমাদের পার করবে (বিষয় সাগর থেকে)। বাচ্চাদের অন্তরে আসে - আমরা ভক্তি মার্গেও সত্সঙ্গে গিয়েছিলাম আবার এখানেও বসে আছি । এর মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য অনুভব করতে পারে। এখানে সর্বপ্রথম তো বাবার স্নেহ প্রাপ্ত হয়, তারপর বাবাও বাচ্চাদের ভালোবাসা পান । এখন এই জন্মে তোমরা পরিবর্তন হচ্ছ । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছ আমরা আত্মা, শরীর নই । শরীর বলতে পারে না যে, আমার আত্মা, আত্মা বলতে পারে আমার শরীর । এখন বাচ্চারা বুঝেছে -- জন্ম-জন্মান্তর সাধু, সন্ত, মহাত্মা ইত্যাদি করে এসেছি । আজকাল তো ফ্যাশন হয়ে গেছে-- সাঁই বাবা, মেহর বাবা •••••••• ওরা তো সব শরীরধারী । শরীরধারীর ভালোবাসায় কোনও সুখ প্রাপ্তি হয় না । এখন তোমরা বাচ্চাদের ভালোবাসা ঈশ্বরীয় । রাত-দিনের পার্থক্য । এখানে তোমরা বুঝতে পারছ, যেখানে ভক্তি মার্গে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা ছিল। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ বাবা এসে আমাদের ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াচ্ছেন । উনি সবার পিতা । তোমরা সব নারী এবং পুরুষ নিজেদের আত্মা বলে স্বীকার করেছ । বাবা ডেকে বলেন -- ওহে বাচ্চারা, বাচ্চারাও প্রত্যুত্তর করে । এ হলো বাবা আর আর তাঁর সন্তানদের মিলন । বাচ্চারা জানে বাবা আর সন্তানদের, আত্মা আর পরমাত্মার মিলন একবারই হয়ে থাকে । বাচ্চারা বাবা-বাবা করতে থাকে । "বাবা" শব্দটি খুব মিষ্টি । বাবা বলার সাথে সাথেই অবিনাশী উত্তরাধিকারের কথা স্মরণে আসে । তোমরা তো ছোট নও । বাচ্চারা তাদের বাবাকে দ্রুত বুঝতে পারে, বাবার কাছ থেকে কোন্ অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । সেটা তো ছোট বাচ্চারা বুঝতে পারবে না । এখানে তোমরা জান আমরা বাবার কাছে এসেছি। বাবা ডেকে বলেন - ওহে বাচ্চারা, সুতরাং এর মধ্যে সব বাচ্চারাই এসে যায় । সব আত্মারাই পরমধাম গৃহ থেকে এখানে আসে পার্ট প্লে করতে । কে কখন পার্ট প্লে করতে আসে তাও বুদ্ধিতে আছে । সবার সেকশন (বিভাগ) আলাদা-আলাদা, যেখান থেকে আত্মারা আসে । তারপর একদম অন্তিমে সবাই নিজ নিজ সেকশনে চলে যায় । এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত । বাবা কাউকে পাঠান না । স্বয়ংক্রিয় ভাবেই এই ড্রামা তৈরি হয়েছে । প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মে প্রবেশ করতে থাকে । বুদ্ধের ধর্ম স্থাপনা না হওয়া পর্যন্ত কেউ ঐ ধর্মে প্রবেশ করতে পারবে না । সর্বপ্রথম সূর্য বংশী-চন্দ্রবংশীরাই আসে । যারা বাবার কাছ থেকে ভালোভাবে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠ রপ্ত করতে পারবে, তারাই নম্বরনুসারে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীয়তে শরীর ধারণ করবে । ওখানে বিকারের কোনও প্রশ্নই নেই । যোগবল দ্বারা আত্মা এসে গর্ভে প্রবেশ করে

। যোগ দ্বারাই বুঝতে পারবে যে আমার আত্মা ঐ শরীরে প্রবেশ করবে । বৃদ্ধরাও বুঝতে পারবে-- আমার আত্মা যোগবল দ্বারা এই শরীর ধারণ করবে, আমার আত্মা এখন পুনর্জন্ম নেবে । সেই পিতাও বুঝতে পারেন- আমাদের কাছে সন্তান এসেছে । বাচ্চার আত্মা আসছে, যার সাক্ষাত্কারও হয়। আত্মা বুঝতে পারে এবার সে অন্য শরীরে প্রবেশ করবে । এই চিন্তন মনে জাগে, তাইনা ! নিশ্চয়ই ওখানকার নিয়মানুযায়ী হবে যে সন্তান কোন্ বয়সে তাদের জীবনে আসবে । ওখানে সবকিছুই নিয়মানুসারে চলে । তোমরাও যেমন-যেমন অগ্রসর হবে, সেভাবেই সবকিছু অনুভব হতে থাকবে । সব বুঝতে পারবে, এমন নয় যে ১৫-২০ বছর বয়সেই সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, যেমনটা এখানে হয়ে থাকে । তা নয়, ওখানে আয়ু হয় ১৫০ বছরের, সুতরাং জীবনের অর্ধেক পথ অতিক্রম করার কিছু সময় আগে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে । ঐ সময়ই পুত্র সন্তান আসে কেননা ওখানে আয়ু দীর্ঘ হয় । একটি পুত্র সন্তানই জন্ম গ্রহণ করে, তারপর কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, এটাই নিয়ম । প্রথমে পুত্রের আত্মা আসে তারপর কন্যার আত্মা আসে । বিবেক বলে প্রথম সন্তান আসা উচিত । প্রথমে পুত্র সন্তান, তারপর ১০-১২ বছর পরে কন্যা সন্তান আসবে । তোমরা বাচ্চারা যেমন-যেমন অগ্রসর হবে তেমনই সব সাক্ষাত্কার হবে । ওখানে নিয়ম-কানুন কেমন, সব বিষয়ই নতুন দুনিয়ার স্থাপনাকারী বাবা বসে সব ব্যাখ্যা করে থাকেন । বাবা-ই নতুন দুনিয়া স্থাপন করে থাকেন, নিয়ম-কানুনও নিশ্চয়ই শোনাবেন, যে নতুন জগতের রীতিনীতি কেমন হবে । তোমাদের অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে তিনি আরও অনেক কিছু শোনাবেন আর তোমাদেরও সাক্ষাত্কার হতে থাকবে । সন্তান কিভাবে জন্ম গ্রহণ করে, এ কোনও নতুন বিষয় নয় ।

তোমরা তো এমনই জায়গায় যাও যেখানে কল্পে-কল্পে যেতে হয় । বৈকুন্ঠ তো এখন সামনেই অপেক্ষা করছে । তোমরা তার খুব কাছাকাছি পৌছে গেছ । যোগবল দ্বারা যত শক্তি অর্জন করবে ততই প্রতিটি বিষয় খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। অনেক বার তোমরা তোমাদের রোল প্লে করেছ, এখন তোমরা বুঝতে পারছ, যা তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে । ওখানকার রীতিনীতি কেমন হবে, সব জানতে পারবে । প্রারম্ভিক অবস্থায় তোমাদের সব সাক্ষাত্কার হয়েছিল । ঐ সময় তোমরা অল্ফ আর বে (আল্লাহ্-বাদশাহী = পরমপিতা আর উত্তরাধিকার) বিষয়েই পড়তে । শেষ অবস্থায় তোমাদের অবশ্যই সাক্ষাত্কার হওয়া উচিত । সুতরাং বাবা বসে সব শোনান। ঐ সব প্রত্যক্ষ করার বাসনা তোমাদের এখানেই হবে । অন্তর্মনে এই অনুভব হবে যে, শরীর ত্যাগ করার আগেই সব কিছু দেখে যেতে হবে । আয়ু বৃদ্ধি করার জন্যই প্রয়োজন যোগবল । যার দ্বারা তোমরা বাবার কাছ থেকে সব কিছু শুনতে এবং সাক্ষাত্কার করতে পারবে । যারা ইতিমধ্যে চলে গেছে সে সম্পর্কে মনন করা উচিত নয় । এটাও ড্রামার অংশ যেখানে তাদের এটুকুই পার্ট ছিল । ভাগ্যে ছিল না-বাবার কাছ স্নেহ পাওয়ার কারণ যত তোমরা সেবাধারী হয়ে উঠবে ততই বাবার স্নেহশীল হয়ে উঠবে। তোমরা বাচ্চারা যত বেশি সেবা করবে, যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই স্মরণে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তোমরা সেই আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে । এখনই তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হও । বাবা বলেন, তোমরা আত্মারা আমার কাছেই ছিলে, তাই না ! ভক্তি মার্গে মুক্তির জন্য অনেক প্রচেষ্টা করে । জীবনমুক্তি তো জানেই না। এই নলেজ অতি রমণীয় । এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকে । তিনি একাধারে পিতা, শিক্ষক এবং সদ্গুরু । তিনিই প্রকৃত সত্য সুপ্রিম পিতা যিনি আমাদের ২১ জন্মের জন্য সুখধামে নিয়ে যান । আত্মাই দুঃখী হয় । দুঃখ, সুখ আত্মাই ভোগ করে থাকে । বলাও হয়ে থাকে পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা । এখন বাবা এসেছেন আমাদের সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে । এখন তোমরা বাচ্চাদের অসীম জগতে (বেহদে) যেতে হবে । সেখানে গিয়ে সবাই

সুখী হবে । সম্পূর্ণ দুনিয়া সুখে ভরে উঠবে । তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ ড্রামায় প্রত্যেকের পার্ট আছে । তোমরা এখন কত খুশি অনুভব কর । বাবা এসেছেন আমাদের স্বর্গে নিয়ে যেতে । আমাদের সব আত্মাদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন । বাবা তোমাদের ধৈর্য্য দেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা আমি তোমাদের সব দুঃখ দূর করতে এসেছি । এমন বাবার প্রতি কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত । সমস্ত সম্পর্ক তোমাদের দুঃখ দিয়েছে । সন্তানরা এখানে সমসময়ই দুঃখের কারণ । তোমরা দুঃখি হয়েছ, দুঃখের কথাই শুনে এসেছ । এখন বাবা সবকিছুই বুঝিয়ে বলছেন । অনেক বার বুঝিয়েছেন আর চক্রবর্তী রাজা বানিয়েছেন । সুতরাং যে বাবা আমাদের এমন স্বর্গের মালিক করে তুলছেন, তাঁর প্রতি কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত । একমাত্র বাবাকেই তোমরা স্মরণ কর । বাবা ছাড়া আর কোনও সম্পর্ক নয় । আত্মাকেই বোঝান হয় । আমরা সুপ্রিম পিতার সন্তান । এখন ঠিক যেভাবে আমরা পথের হদিশ পেয়েছি, ঠিক সেভাবেই অন্যদেরও সুখের পথ বলে দিতে হবে । তোমাদের সুখ শুধুমাত্র অর্ধকল্পের জন্য নয় । কল্পের তিন চতুর্থাংশ সময়কালের জন্য। তোমাদের কাছেও কেউ কেউ আত্ম সমর্পণ করবে, কেননা তোমরা তাদের কাছে বাবার বার্তা পৌছে দিয়ে তাদের দুঃখ দূর করে থাক । তোমরা বুঝতে পেরেছ ব্রহ্মা বাবাও এই নলেজ সুপ্রিম পিতার কাছ থেকেই প্রাপ্ত করেছেন । তারপর ব্রহ্মা বাবাই আমাদের কাছে সেই বার্তা পৌছে দিয়ে থাকেন, আমরাও তারপর অন্যদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিই । বাবার পরিচয় দিয়ে সব বাচ্চাদের অজ্ঞানতার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলি । ভক্তিকেই অজ্ঞানতা বলা হয় । জ্ঞান আর ভক্তি আলাদা-আলাদা । জ্ঞানের সাগর বাবা এখন তোমরা বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করছেন । তোমাদের অন্তর্মনে অনুভব হয়, বাবা প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে আমাদের জাগান । আমাদের দীপ (আত্মা) যার মধ্যে সামান্য ঘৃত এখনও অবশিষ্ট আছে, বাবা এসে পুনরায় তার মধ্যে জ্ঞানের ঘৃত অর্পণ করে তাকে আবার প্রজ্জ্বলিত করে তোলেন । যখন বাবাকে স্মরণ কর তখনই সেই দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে । আত্মার মধ্যে যে মরচে পড়েছে, তা বাবাকে স্মরণের মাধ্যমেই মিটবে। এর মধ্যেও মায়ার লড়াই চলে (বিঘ্ন দেখা দেয়) । মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুল করিয়ে দেয়, যার ফলে মরচে সরে যাওয়ার পরিবর্তে আরও চেপে বসে । যতটুকু মরচে যাওবা মিটেছিল মায়ার প্রভাবে আরও চেপে বসে । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে মরচে কেটে যাবে । এতেই পরিশ্রম আছে । শরীরের প্রতি আকর্ষণ যেন না থাকে, দেহী -অভিমানী হও । আমরা আত্মা, বাবার কাছে শরীর সমেত তো যেতে পারব না । শরীর থেকে আলাদা হয়েই যেতে হবে । আত্মাকে দেখলেই মরচে সরে যাবে, শরীর দেখলে মরচে জমবে । কখনও উত্তরণ, কখনও বা অবতরণ - এই চলতে থাকে । কখনও নীচে, কখনও উপরে -- পথ বড় সূক্ষ্ম । এমনই উপর -নীচে হতে হতে অন্তিমে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্তি হবে । প্রধান হল এই চোখ, যা তোমাদের সাথে প্রতারণা করে, সুতরাং এই শরীরকে দেখ না । আমাদের বুদ্ধি শান্তিধাম, সুখধামে যুক্ত হয়ে আছে এবং আমাদের দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে । শুদ্ধ আহার গ্রহণ করতে হবে । দেবতাদের আহার পবিত্র হয় । বৈষ্ণব শব্দটি বিষ্ণু থেকেই এসেছে । দেবতারা কখনও অপবিত্র জিনিস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না । বিষ্ণু মন্দির আছে -- যাকে নর - নারায়ণও বলা হয় । এখন লক্ষ্মী-নারায়ণ তো দেহধারী মানুষ, তাদের ৪ বাহু হওয়া উচিত নয়, কিন্তু ভক্তি মার্গে তাদের ৪ বাহু দেখানো হয়েছে । একেই বলে সীমাহীন অজ্ঞতা । এটাও জানে না যে, কোনও মানুষের ৪ বাহু হতে পারে না । সত্যযুগেও প্রত্যেকের ২টিই বাহু । ব্রহ্মারও ২ বাহু । ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী, দু'জনের মিলিতভাবে ৪ বাহু দেখানো হয়েছে । সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী নন, ইনি তো প্রজাপিতা ব্রহ্মার কন্যা । যত সংখ্যক বাচ্চা দত্তক নেওয়া হয় বাহু তত বৃদ্ধি পেতে থাকে । ব্রহ্মার ১০৮ বাহু বলা হয়ে থাকে । বিষ্ণু বা শঙ্করের জন্য একথা বলা হয় না । ব্রহ্মার অসংখ্য

বাহু । ভক্তি মার্গে তো কিছুই বোঝে না । বাবা এসেই বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন । তোমরাও বলে থাক, বাবা এসেই আমাদের বিচক্ষণ বানিয়ে তোলেন । মানুষ বলে থাকে- আমরা শিব ভক্ত । আচ্ছা, তোমরা শিবকে কি মনে কর ? এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ শিববাবা সমস্ত আত্মার পিতা, সেইজন্যই ওঁনার পূজো করে । প্রধান বিষয় বাবাই বলে থাকেন -- মামেকম্ স্মরণ কর । তোমরাও আহ্বান করে বলেছ -- হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করে তোল । সবাই অবিরত বলে থাকে-- পতিত-পাবন সীতারাম । গীতও গায় ।
ব্রহ্মা বাবা তো জানতেন-ই না যে, বাবা স্বয়ং এসে তার মধ্যে প্রবেশ করবেন । কি আশ্চর্যের বিষয় ! কখনও কল্পনাও করেননি আগে । প্রথমে তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন এটা তার সাথে কি ঘটছে ! আমি যখন কাউকে দেখতাম সে আকৃষ্ট হতো। এসব কি ঘটছে ! শিববাবাই আকৃষ্ট করতেন । তার সামনে এসে কেউ বসলেই ধ্যানে চলে যেত । তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন এসব কি হচ্ছে ? এইসব বিষয় বোঝার জন্য নির্জনতা প্রয়োজন আর তখন থেকেই বৈরাগ্য আসে । তিনি ভাবতে লাগলেন কোথায় যাব ? ঠিক আছে, বেনারস যাব ।
এটা ছিল সেই আকর্ষণ যা তাকে দিয়ে সব করিয়ে নিতে তৈরি করে তুলছিল । এত বিশাল ব্যাবসা সব ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন । সেই মানুষগুলো কী করে বুঝবে কেন তিনি বেনারস চলে গেলেন । সেখানে গিয়ে একটা বড়ো বাগিচায় বসলেন । হাতে একটা পেনসিল নিয়ে দেওয়ালের উপর চক্র আঁকতে লাগলেন । বাবা কি করাতে চান কিছুই বুঝতে পারছিলেন না । রাতে ঘুমিয়ে পড়লে মনে হতো কোথায় উড়ে চলেছেন, তারপর আবার যেন নীচে নেমে আসতেন । কিছুই বুঝতে পারতেন না কেন এমন হচ্ছে । প্রথম দিকে এরকম অনেক সাক্ষাত্কার হতো । বাচ্চারাও বসে বসে ধ্যানে চলে যেত । তোমরা অনেক কিছু দেখেছ । তোমরা বলতে পার আমরা যা দেখেছি তা তুমি দেখনি । অন্তিমে বাবা অনেক সাক্ষাত্কার করাবেন। কেননা তোমরা ক্রমশ অনেক নিকটে চলে আসবে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার পরিচয় শুনিয়ে সবার দুঃখ দূর করতে হবে । সবাইকে সুখের পথ বলে দিতে হবে । সীমিত থেকে বেরিয়ে অসীমে (হদ থেকে বেরিয়ে বেহদে) যেতে হবে ।

২) অন্তিমে সব সাক্ষাত্কার করার জন্য তথা বাবার স্নেহে লালিত হওয়ার জন্য জ্ঞান যোগে শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে । অন্যদের কথা চিন্তন না করে যোগবল দ্বারা নিজের আয়ু বৃদ্ধি করতে হবে ।

বরদান :- ব্রহ্মা বাবার মতো লক্ষ্যকে ধারণায় আনতে সমর্থ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ সর্ব সহযোগী ভব

যেমন ব্রহ্মা বাবা স্বয়ং নিমিত্ত হয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে ওঠেন, লক্ষ্যকে লক্ষণে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন -- যে অর্জন করে, সে-ই অর্জুন - এর দ্বারাই প্রথম নম্বর হয়েছিলেন । তাই বাবাকে অনুসরণ

কর । কর্ম দ্বারা নিজে জীবনে গুণের প্রতিমূর্ত হয়ে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে অন্যদেরও সহজ গুণ ধারণ করার কার্যে সহযোগ প্রদান করো -- একেই বলা হয় গুণদান । দানের অর্থই হলো সহযোগ দেওয়া । যে কোনও আত্মাই এখন শোনার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাক্ষুষ করতে চায় । সুতরাং প্রথমে নিজেকে গুণের প্রতিমূর্ত করে তোলো ।

স্লোগান :- সকলের নিরাশার অন্ধকার দূর করতে সমর্থ আত্মারাই হল জ্ঞান দীপক (প্রদীপ)।